VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

Topic- বাংলা নাট্যসাহিত্যে **গিরিশচন্দ্র ঘোষ**
Course Title: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (উনিশ শতক)
Paper- 3
Module-1
Semester- 2
Name of the Teacher- **Prof. SUBRATA SAMANTA**
Name of the Department- Bengali

বাংলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। দীর্ঘ 44 বছরের অক্লান্ত নাট্য পরিচালনার সাধনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল তাঁর 39 বছরের অতন্দ্র লেখনী চালনা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সর্বশ্রেণীর নাটক মিলিয়ে প্রায় একশটি নাটক রচনা করে গেছেন। এই কারণেই তিনি 'নটগুরু' রূপে আখ্যাত হয়েছেন। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের প্রিয় ভক্ত হিসেবেও গিরিশচন্দ্রের জীবন একটি ধর্মীয় মহিমামণ্ডিত হয়েছিল। তিনি আগে নট, তারপর নাট্যকার। প্রধানত রঙ্গালয় নাট্য পরিচালকরূপে রঙ্গালয় কে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করে গেছেন। নাটকের বিষয় বৈচিত্র্যে গিরিশচন্দ্র একক এবং অদ্বিতীয়। মঞ্চ কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকায় প্রায় সবগুলি নাটকই প্রায় পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটকের মধ্যে রয়েছে -

- আগমনী
- অকালবোধন
- মায়াতরু
- মোহিনী প্রতিমা
- মলিন মালা
- পারস্য প্রসূন
- বেল্লিক বাজার
- আবু হোসেন
- আলাদিন প্রভৃতি গীতিনাটক ও প্রহসন।
- রাবণ বধ

- সীতার বনবাস
- অভিমুন্য বধ
- লক্ষণবর্জন
- সীতাহরণ
- পান্ডবের অজ্ঞাতবাস
- দক্ষ যজ্ঞ
- নল দময়ন্তী
- জনা
- পান্ডব গৌরব প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক।
- চৈতন্যলীলা
- নিমাই সন্ন্যাস
- বুদ্ধদেবচরিত
- বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি অবতারমূলক, ভক্তিচরিতমূলক,ভগবতত্ত্বমূলক নাটক।
- কালাপাহাড়
- ছত্রপতি শিবাজী
- সিরাজদৌলা
- মিরকাসিম
- রাজা অশোক প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক
- প্রফুল্ল
- হারানিধি
- বলিদান
- শাস্তি কি শান্তি
- গৃহলক্ষী প্রভৃতি সামাজিক ও পারিবারিক নাটক

গীতিনাট্যকার হিসেবে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু তাঁর গীতি নাটকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্জিত। গীত রচনার ভাষাতেও তিনি নৈপুণ্য দেখাতে পারেননি। প্রধানত সেই যুগের টপ্পার ঢঙে রচিত গান গুলির মধ্যে যদি কেউ কবিত্বের আশা করেন তবে তাঁকে হতাশ হতে হবেই ।

শব্দযোজনাতেও নিম্ন রুচির পরিচয় যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত ।গীতিনাটক গুলির মধ্যে একমাত্র আবু হোসেন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল ,কিন্তু তাঁর প্রহসন এবং পঞ্চরংগুলি কি সংলাপে, কি গানে, অশালীনতা এবং অভব্যতার পরিচয়ই বহন করেছে।

পৌরাণিক নাটকের নাট্যকার রূপে গিরিশচন্দ্র মূলত খ্যাতিমান। পুরাণের মধ্যে যে শিক্ষাদান ও উপদেশ প্রবণতা আছে গিরিশচন্দ্রের সকল পৌরাণিক নাটকের সেই প্রচারধর্মীতা লক্ষ্য করা যায়। যদিও তাতে নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়।

 প্রাচীন বাংলার কথক ঠাকুরেরা কথকতার দ্বারা যা করতেন গিরিশ চন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে। গিরিশ চন্দ্রের পৌরাণিক, অবতার মূলক নাটকগুলিতে 'গৈরিশ ছন্দ' ব্যবহার করেছেন। যদিও এই ছন্দ আবিষ্কারের গৌরব গিরিশচন্দ্রের পূর্বে অল্প ব্যবহার দ্বারা ব্রজমোহন রায় এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের। গিরিশচন্দ্র এই ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন বলেই এই ছন্দের নাম গৈরিশ ছন্দ।

গিরিশ চন্দ্রের পৌরাণিক নাটক অজ্ঞাতবাস ও পান্ডব গৌরব জনা নাটকের তুলনায় অধিক নাট্যগুণ সম্পন্ন। বিল্বমঙ্গল নাটকে যে নাট্য রস প্রথমদিকে ঘনীভূত হয়েছিল পরের দিকে তা উপদেশ মুখরতায় লুপ্ত হয়ে গেছে। গিরিশচন্দ্র অজস্র গান লিখেছেন, তবে একমাত্র বিল্বমঙ্গল এর গানগুলি সুপ্রযুক্ত। সমকালীন যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে সিরাজদৌলা, মির কাসিম, ছত্রপতি শিবাজী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ও সামাজিক নাটক গুলির মধ্যে প্রফুল্ল,বলিদান, সমধিক খ্যাত। প্রফুল্ল তার প্রথম পারিবারিক নাটক। এখানে ক্ষীণভাবে মদ্যপান মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচার থাকলেও এটি মূলত যৌথ পরিবারের ভাঙ্গন এর কাহিনী। বলিদান নাটকে রয়েছে পণপ্রথা সমস্যা। শাস্তি কি শান্তি নাটকে রয়েছে বাল্য বিধবা সমস্যা। এই তিনটি নাটকে ট্রাজেডি রচনা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু করুণাময়, প্রসন্নকুমার, যোগেশ

কেউই আত্মপ্রত্যয় পূর্ণ সংগ্রামশীল নায়ক নয়। তাই নাটকগুলি শেষ পর্যন্ত মেলোড্রামা হয়ে উঠেছে।

গিরিশচন্দ্র মূলত একজন যাত্রা নাটকের লেখক ছিলেন। যখন বাংলা নাটকের অভাব ছিল তখন গীতাভিনয়ের আধারে অজস্র নাটক লিখে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এখানেই নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব।